লেখক-সাহিত্যিকদের একটা প্রতিবাদ মঞ্চে সমবেত হওয়া প্রয়োজন

আহমদ ছফা

আমি লেখক মানুষ। আমার অনুভূতির কথাটাই প্রকাশ করতে চাই। আমি আন্তরিকভাবে অনুভব করি এখন সময় এসেছে দেশের সকলতণ-প্রবীণ সৎ লেখক কবি সাহিত্যিক এবং বুদ্ধি জীবীদের একটি মঞ্চে সমবেত হওয়া প্রয়োজন। ক ারণ আওয়ামীলীগ সরকারের একদেশদর্শী নীতির কারণে শিল্প সাহিত্য চর্চার সমস্ত ক্ষেত্রটিতে এমন একটা বন্ধ্যাত্ব, অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে-যা দেশের শিল্প সংস্কৃতির বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে বলে আমি বিশ্বাস করি। এক দশক কিংবা দু'দশক আগেও আওয়ামী লীগের লেখক সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরা এককাট্টাভাবে দেশের শিল্প সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে া। বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমীসহ টিভি রেডিওতে আওয়ামী লীগপন্থী শিল্পী সাহিত্যিকদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজ করতো। জাতীয় পত্র-পত্রিকাসমূহ আওয়ামী লীগ সমর্থক লেখক সাহিত্যিকরা তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করার বেলায় কোনো রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতো না। যদিও পূর্ববতী একুশ বছর আওয়ামী লীগকে ক্ষমতার বাইরে থাকতে হয়েছে। সেটা আওয়ামী সমর্থক সংস্কৃতিকর্মীদের তাদের কর্মকাণ্ড নির্দ্বিধায় চালিয়ে যাওয় ার পথে কোনো বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। আওয়ামী লীগ সমর্থকরাই গোটা দেশের শিল্প সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করতো কিন্তু সরকারটি তাদের হাতে ছিল না সেই কারণে কিছুটা ছাড়া দিয়ে সরকারের সব ব্যাপারে সহযোগিতা করতে তাদের বিশেষ আটকাতো না। বর্তমান সময়ে যে সমস্ত মুখ চেনা মানুষের ঔদ্ধত্য, দাপট এবং উচচকণ্ঠ চিৎকার দেশে একটা অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, যখন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিলো না তখনও তারা দাপটের সঙ্গে সবকিছুর ওপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন। মধ্যবর্তীকালীন সরকারগুলো কখনো তাদের হাত থেকে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কেড়ে নিতে পারেনি। ওপরের দিকের জায়গাগুলোতে নিজেদের পছন্দ করা লোকেদের এনে বসাতো কিন্তু ওই লোকরা প্রতিষ্ঠ ানসমূহ শান্তিপূর্ণভাবে চালাবার জন্য আওয়ামী লীগ সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের ওপর নির্ভর করতেন।

আওয়ামী লীগ সরকার যখন ক্ষমতায় এলো তারা এমন একটা পদ্ধতি চালু করলো আওয়ামী লীগ সমর্থক না হলে অন্য কোনো মতের লোকদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রবেশ করার অধিকারটুকু থেকেও বঞ্চিত করা হলো। তার ফল এই দাঁ ড়িয়েছে সরকারের অষ্টপ্রহর প্রশংসা করা ছাড়া সংস্কৃতি সেবিদের অন্যবিধ সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার কোনো পথই খোলা রইলো না। বিএন পি সরকারের আমলে বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতি এগুলো নিজ হাতে তুলে দিয়েছিলো। আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় এলো তারা এমন একটা স্বঘোষিত নীতি চালু করে দিলো যে, আওয়ামী লীগের লোক ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনো মতের, অন্য কোনো পথের লোকদের বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য এগুলোর ওপর অধিকার প্রকাশের সামান্যতম ফাঁক-ফোকরগুলো বন্ধ করে দেয়া হলো। বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা এক াডেমী, শিশু একাডেমী, সন্তোষের মওলানা ভাসানীর মাজার, ছেউড়িয়ার লালনের আখড়া থেকে শু করে জাতীয়রেডিও টিভি সব কিছুতেই আওয়ামী লীগ সরকারের লোকজন কর্তৃত্ব বিস্তার করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। রেডিও টিভিসহ অধিকাংশ সংবাদপত্র আওয়ামী লীগের লেখক, কলাম লেখক এবং কথকরা এমনভাবে অধিকার করে বসলো এই দেশে আওয়ামী লীগের সমর্থক ছাড়া আরো মানুষ রয়েছে তাদের মতামত রয়েছে তার নাম নিশানাও খুঁজে পাওয়ার উপায় রইলো না।

আওয়ামী লীগ সমর্থক লেখক সাহিত্যিক বুদ্বিজীবী এবং সংস্কৃতি সেবীরা একটানা একদলীয় চিন্তা চেতনা এমনভাবে প্রচার করে যাচেছ তাতে করে অনেক সময় এই ধারণার উদয় হয় যে, আওয়ামী লীগ মানে বাংলাদেশ। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আওয়ামী লীগ মানে সবটা বাংলাদেশ নয়। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশেরই একটা অংশ। আওয়ামী লীগ দলটিও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করেছে। কিন্তু সরকার গঠন করার পর জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন একটা নিয়ম চালু করেছে- যা কোনো ফ্যাসিস্ট সরকারও চালু করতে কুণ্ঠিতবোধ করবে।

আওয়ামী লীগের এই ধরণের সাংস্কৃতিক স্বৈরাচার দেশের সামগ্রিক শিল্প সংস্কৃতির বিকাশের পথে একটা মস্ত অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আওয়ামী লীগের সমর্থক না হলে যে কোনো প্রতিভাবান শিল্পী সংগীত পরিবেশন করার কোনো সুযোগ পান না। দেশের চরিত্রবান এবং প্রতিভাবান লেখক সাহিত্যিকদের জন্যে সরকারি আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রবেশের দুয়ার বন্ধ করে রাখা হয়েছে। দেশের মেধাবী নাট্যকর্মীদের নাটকে অভিনয়ের কোনো সুযোগ অবশিষ্ট নেই। শিল্প সংস্কৃতির অঙ্গণসমূহে আওয়ামী লীগ সমর্থক লোকদের দৌরাত্ম্য এতো প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে তা দেশের সৃজনশীলতার পথে একটি পর্বত প্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এ কথা অসত্য নয় দেশের কতিপয় কবি এবং লেখক সব ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সরকারকে সমর্থন দিয়ে থাকনে। তাদের অতীত কিছু সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের প্রতি দেশের মানুষের এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। কিন্তু এই সব মানুষ সমস্ত সাংস্কৃতিক এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে যখন আওয়ামী লীগের স্বৈরাচারী সাংস্কৃতিক নীতির প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ঘোষণা করেছেন তখন থেকে তাদের ভূমিকা আওয়ামী লীগের দলীয় ক্যাডারদের চেয়ে ন্যক্কারজনক এবং নিন্দনীয় স্থানে এসে ঠেকেছে।

বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতিতে কোথাও প্রাণের ইশারা নেই, কোথাও মুক্ত হাওয়া চলাচল করে না। পরিস্থিতি কি রকম জঘন্য আকার ধারণ করেছে একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে-ধন একজন মেধাবী তণ লেখক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছেন সেই গ্রন্থটি ছাপাবার বেলায় দেখা যাবে কোনো প্রকাশক পাওয়া যাচেছ না। বাংলাদেশের লেখকরা লড়াই করে পশ্চিম বাংলার আনন্দ প্রকাশনকে ওদেশে প্রকাশক হিসেবে অনুপ্রবেশ করা ঠেকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এদেশের প্রকাশকরা একজন নতুন মেধাবী লেখক আবিষ্কার করা, তার বই প্রকাশ করা দায়িত্ব বলে মনে করে না। বাংলাদেশের ধনী প্রকাশকরা সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে আগাম বই বিক্রির এমন একটা অন্ধকার পন্থা আবিষ্কার করে ফেলেছে-- যা তাদেরকে অতি সহজে আরো ধনী করে তুলতে পারে। সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ কোনো রকমের সাহিত্য উৎকর্ষহীন কোটি কোটি টাকার বই কিনছে , কর্মচারীরা দুর্নীতি করছে, ব্যবসায়ীরা দুর্নীতি করছে। প্রকৃত লেখক যারা শ্রম ঘাম এবং সংগ্রামের মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতা প্রবহমান রেখেছে সে সমস্ত লেখকের বই বিক্রি করার কোনো সুযোগ নেই। এগুলো সবটা ঘটছে এই সরকারের চোখের সামনে। সরকার নানা রকম অছিলা করে তাদের সমর্থকদের হাতে টাকার বাণ্ডিল তুলে দিচ্ছে। প্রকৃত লেখকরা অবহেলিত হচ্ছে।

আরো অনেক নালিশ করা যায়, এই স্বল্প পরিসরে তার সবগুলো তুলে ধরাও সম্ভব নয়। এগুলো নিয়ে লেখালেখি হয়েছে বিস্তর। এমন কি সরকারি দলের লোক যাদের ভাগ্যে কম পড়েছে এ সময়ে অনেকে তাদের মুখ খুলতে আরম্ভ করেছে। গোটা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডটি সুযোগ দেয়া এবং গ্রহণ করার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জিনিসটি যদি কোনো রকম প্রতিবাদহীনভাবে চলতে দেয়া হয় তাহলে এ জাতিকে সাংস্কৃতিকভাবে আত্মহত্যা করতে হবে। ধন আগামি নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যদি বিজয়ী না হয় বিএনপি ভোটে জিতে ক্ষমতা দখল করে তারাও যদি আওয়ামী লীগের মতো জাতীয় সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডকে দলীয়ভাবে ঢালাই করতে বদ্ধপরিকর হয় তাহলে এ জাতির মননশীলতা বিকাশের সবগুলো পথ বন্ধ হয়ে যাবে। সেকারণে এই মূহুর্তে সৃজনশীল, সৎ লেখক সাহিত্যিকদের একটি উন্মুক্ত মঞ্চে সমবেত হওয়া প্রয়োজন। লেখক সাহিত্যিকরা সম্মিলিতভাবে এসকল অনাচারের প্রতিবাদ করতে যদি এগিয়ে না আসেন, এই অনাচারগুলো শরীরে স্থায়ী হবে ।

সমাজের ভেতর থেকে এমন একটি প্রতিবাদের ধারা ক্রিয়াশীল থাকা চাই যেখানে প্রতিবাদ নেই সেখানে সাংস্কৃতিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রতিবাদহীন সাংস্কৃতিক মভূমিতে যে সকল লেখক-সাহিত্যিক সরকারের ধামাধরা লোক হিসেবে নিজেদের প্রভাব টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ চেষ্টা করে সমাজের মানুষ দৃষ্টিতে তারাও দুষ্কৃতকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়। তাদের মহৎ সৃষ্টি, উৎকৃষ্ট কীর্তিসমূহের মূল্যায়ন করারও কোনো উপায় থাকে না। লেখক-সাহিত্যিকদের মধ্যে এক ধরণের নিস্ক্রিয়তাবোধ ক

াজ করে, কারণ লেখকরা অধিকাংশই গরিব। তাদের কোনো সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন নেই। মাঝামাঝি কিছু কিছু লেখক সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠান আচমকা বিনা নোটিশে আত্মপ্রকাশ করে। সরকারি হরিলুটের ভাগ পাওয়ার জন্যেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান জন্ম নিয়ে থাকে। সরকারের দালালরা এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তা হয়ে বসে। জাতীয় সৃজনশীলতার বিকাশ কিংবা লেখকের স্বার্থ রক্ষা করা তাদের লক্ষ্য হতে পারে না। অনতিবিলম্বে লেখক-সাহিত্যিকদের একটি প্রতিবাদ মঞ্চ তৈরি করা প্রয়োজন। তা না হলে কায়েমি স্বার্থবাদীরা যেভাবে প্রতিপত্তি বিস্তার করে সৃজনশীলতার সবটুকু উত্তাপ হরণ করে নিয়ে যায়। তার বিদ্ধে লেখক সাহিত্যিকদের মাথা তুলে দাঁড়াবার কোনো অবলম্বন থাকে না। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, আমাদের দাবিতে সংগঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত লেখকরা ন্যায্য দাবি আদায়ের দাবিতে কখনো সংগঠিতভাবে দাঁড়াতে পেরেছে আমাদের সমাজে তার বিশেষ প্রমাণ নেই। অথচ একথা দিবালোকের মতো সত্য যে, যে সমাজে লেখকরা মানবিক মূল্যবোধের ওপর দাঁড়িয়ে কোনো একটি উচচারণে ডাঁটো করতে পারে না সে সমাজের বন্ধ্যাত্ব কখনো ঘোচে না।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com